০২-১১-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানবান হয়ে গেলে ধনবান হয়ে যাবে, জগদম্বা জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরীই রাজ রাজেশ্বরী হন"

প্রশ্ন :- বাবা তাঁর বাচ্চাদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল । সেইজন্য শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বানাবার জন্য কি কি শ্রীমত দেন?

উত্তর :- মিষ্টি বাচ্চারা - মাথার উপর যে পাপের বোঝা আছে, তাকে মৃত্যুর আগে স্মরণের যাত্রায় থেকে মাথা থেকে নামিয়ে দাও, কখনো বিকর্ম করো না । বাবা এসেছেন তোমাদের আসুরী শক্তি যমরাজের ফাঁসি কাঠ থেকে ছাড়াবার জন্য, এই জন্যই এখন কোনো বিকর্ম কোরো না ।

গীত :- রাত্রির পথিক ক্লান্ত হয়ো না, ভোরের আলোর আর খুব দূরে নেই...

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা এই গানের অর্থ বুঝতে পেরেছো ।বাবা এসেছেন ভক্তি রূপী রাত্রির বিনাশ করে দিন স্থাপন করতে, কেননা বাবাকেই ডাকা হয় - হে, পতিত পাবন এসো । বুঝতে পারছো যে তোমরা কোনো সময় পবিত্র ছিলে, এখন পতিত হয়েছো । কোনো জিনিস তখনই চাওয়া হয় যা পূর্বে ছিল, এখন তা নেই । তোমরা জানো যে এখানে পবিত্র দেবী দেবতাদের রাজধানী ছিলো । জ্ঞান- জ্ঞানেশ্বরীই এখন রাজ- রাজেশ্বরী হবেন । যেমন জগৎ অম্বা ও লক্ষ্মী আলাদা, লক্ষ্মীকে জগৎ অম্বা বলা হবে না । লক্ষ্মীর দুই সন্তান তাঁকে মাতেশ্বরী বলবে । এখানে তো জগৎ অম্বাকে সেই সমস্ত ভারতবাসী, যারা ধার্মিক মনোভাবাপন্ন (religious minded) তারা সব মা বলে থাকে । দেবী দেবতার মন্দিরে গিয়ে তাঁর ভক্তি করে। এখন তোমরা জানতে পারছো যে তোমরাও অনেক ভক্তি করেছো । দান, পুণ্য ইত্যাদি তোমরা যত করেছো তত আর কেউ করেনি । তোমরা অনেক বেশি ভক্তি করেছো । এখন তোমরা নিজেদের স্মরণিকগুলি জীবদ্দশাতেই দেখতে পাচ্ছ । আদি দেব আর আদি দেবী আছেন, যাঁকে জগৎ অম্বা বলা হয় । এখন তোমরা জানো যে জগৎ অম্বা ধনবান হন। তোমরা তো তাঁর সন্তান, তাই না । এখন তো তোমরা পড়ছো । উনি হলেন জ্ঞানের দেবী (goddess of knowledge) । সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা কেউ রাজা রানী হয় না । তোমরা জানো যে তোমরা আত্মারা হলে শিববাবার সন্তান , আর আর এই ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা । শিববাবা এঁনার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করছেন। গানও আছে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা । এইসব খুব ভালো ভাবে বুঝে নিয়ে ধারণ করতে হবে। বলা হয় যে বাঘিনীর দুধ রাখার জন্য সোনার পাত্র(বাসন) চাই ।এই জ্ঞানও হল সর্বশক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা প্রদত্ত । এই জ্ঞান ধারণ করার জন্য সোনার মতো বুদ্ধি রূপী পাত্র চাই। নতুন দুনিয়ায় আত্মা আর শরীর দুই-ই সোনার হয়ে থাকে । এখন তো তোমাদের আত্মা পাথরের বাসনের মতো । তাই শরীরও সেই রকম পাথরের মতো । ভারতেই বলা হয়, শ্যাম আর সুন্দর, পতিত আর পাবন বলা হয় । ভারত ছাড়া আর অন্য কোনো জায়গায় বলবে না যে, আমরা পতিত হয়ে আছি আমাদের পবিত্র বানান । সবাই বলে যে দুঃখ ঘুচিয়ে দাও , যেখানে শান্তি আছে সেখানে নিয়ে চলো । বিবেক (conscious) বলে যে আমরা ভারতবাসী পবিত্র ছিলাম । এখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিলো । যত বড়

মাপের মানুষ হোক না কেন, সেও গুরুর পদতলে পড়ে থাকে, কেননা গুরু সন্ন্যাস নিয়েছেন । পাঁচ বিকার ছাড়লে পরে, বিকারীরা নির্বিকারীদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করে । পবিত্রতাকে সম্মান করে । দ্বাপর যুগে রাজা রানী আর মন্ত্রী থাকে । সত্যযুগে রাজা রানীদের কোনো পরামর্শদাতা (বজীর) থাকে না । যখন পতিত রাজা রানী হয় তখন তারা এক একজন পরামর্শদাতা (বজীর) রেখে দেয় । এখন তো অনেক বেশী পতিত হয়ে গেছে, তাই অনেক পরামর্শদাতা (বজীর) রেখে দেয়। এ হলো ড্রামার অদৃষ্ট বা নিয়তি (destiny) । বাবা বলছেন বাচ্চারা যে দেখো কেমন ড্রামার নিয়তি(destiny) বানানো হয়েছে । প্রথমে তো ভারতবর্ষই ছিল, তারপর অন্য ধর্মগুলি আসতে লাগলো । বাবা বলছেন যে এই সময় তোমরা হলে জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী । জগৎ অম্বা হলেন ব্রহ্মার পুত্রী । "জ্ঞানের দেবী" (Godess of knowledge) । জগৎ অম্বা হলেন জ্ঞানবান, যিনি অন্য জন্মে ধনলক্ষী হন । তোমাদের এখন বাবা জ্ঞান শেখাচ্ছেন । তোমরা জানো যে তোমরা ওখানে ধনবান হবে । দুনিয়ায় কেউ জানে না যে, লক্ষী নারায়ণ কেমন করে ধনবান হয়েছেন । লক্ষী নারায়ণ হলেন সেই ব্রহ্মা আর সরস্বতী । ব্রহ্মা জগৎ পিতা হলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী অনেক হবেন । তোমরাই তো কত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী রয়েছো । তোমরা তো জানো যে এই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা ভবিষ্যতে এই রকম ধনবান হবে । একেবারে "ধন সমৃদ্ধির দেবী" (Godess of wealth) । এঁনাদের থেকে বেশী ধন সমৃদ্ধি আর কারো হতে পারে না । এই জন্য মহিমা বর্ণিত আছে যে, জ্ঞানই হলো উপার্জনের উৎস (knowledge is the source of income) । জজ, ব্যারিষ্টার ইত্যাদি জ্ঞানের দ্বারাই তৈরী হয় । তাই এইগুলো সবই এক রকম উপার্জন, তাই না । কোনো কোনো ডাক্তার এক একটা কেসে লাখ টাকা রোজগার হয় । কোনো রাজা রানী বা প্রিন্স অসুস্থ হলে, ডাক্তারের দ্বারা আরোগ্য লাভ করলে, খুশী হয়ে বড় বড় বাড়ি বানানোর জন্য অনেক অর্থ দেন । ফলে কতো বিশাল উপার্জন হয়ে গেল । তাই তো পড়াশোনার দ্বারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করা যায় ।এটা তোমাদের পড়াশোনা আর আবার ব্যবসাও ।

তোমরা মিষ্টি বাচ্চারা এখন সওদা করতে এসেছো । খড়কুটোর সমান পাঁচ বিকারাদি সব দিয়ে লাখ রোজগার করে নাও । বাবা তো অবিনাশী সার্জন, সর্বদাই স্বাস্থ্যবান(healthy) থাকার জন্য বাবা যোগ শেখাচ্ছেন । বাবা গ্যারান্টি দিচ্ছেন – তোমরা ২১ জন্মের জন্য সর্বদা স্বাস্থ্যবান থাকবে। তাই এমন সার্জনের দেওয়া ওষুধ অর্থাৎ বাবার শ্রীমতে কেনই বা অনুসরণ করবনা? বাবার মত মেনে চলো । "আমাকে স্মরণ করো"! বলাও হয় যে স্মরণের দ্বারাই সুখ লাভ হয় , শারীরিক কলহ ক্লেশ সব মিটে যাবে । ভক্তি মার্গে কোনো কলহ ক্লেশ মেটে না ।অনেক সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা অসুস্থ হয়ে অর্ধাংশ পড়ে যায় (paralysed হয়ে যায়) । পাগলের মতো হয়ে যায় । কিন্তু তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবার শ্রীমতে চললে আমরা সর্বদা সুস্থ থাকব । ওখানে সবার আয়ুষ্কাল গড়ে (average) ১২৫ – ১৫০ বছর । এমনও হয় না যে দ্বাপর যুগে গিয়ে একেবারে ৩৫ বছর হয়ে যায় । না, এমন হয় না, প্রথমে ১০০–১২৫ বছর আয়ু হবে । তারপর ৭০–৮০ বছর হবে, এখন তো ৩৫–৪০ বছর অবধি হয়ে গেছে । ছোট বয়সে মৃত্যু হয়ে যায়, কেননা সব ভোগী থাকে । তোমরা জানো যে তোমরা এখন ভোগী থেকে যোগী হচ্ছো । ওখানে আয়ুষ্কাল এত বড় হবে যে, অকাল মৃত্যু কখনো হবে না । বাবা তোমাদের স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছেন, তোমাদের কত রাজ্য ভাগ্য ছিলো । এখন তা রাবণ লুঠ করে নিয়েছে । ওখানে মন্দির ইত্যাদি হয় না । তোমাদের স্লোগানও আছে –– ভারতের আদি সনাতন দেবী দেবতার ধর্ম জিন্দাবাদ, বাদবাকি সব মুর্দাবাদ

অর্থাৎ অনেক ধর্মের বিনাশ । ওখানে কেবল মাত্র একটাই খন্ড রাজ্য ছিল । একটা খন্ড রাজ্যে মানুষও কম থাকবে । তোমরা এটা লিখতে পারো : অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা ৯ লাখ হয়ে যাবে আর সমস্ত কিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে । এক ধর্মের স্থাপনা এখন হচ্ছে। নতুন দেবত্ব রাজ্যের একটাই ভাষা, একটাই প্রথা(custom) নিয়ম নীতি হবে । এখানে সবার নিজের নিজের নিজস্ব প্রথা(custom) রয়েছে । এখানে একটা রাজ্য, একটাই সম্প্রদায় (community) ছিল। তোমরা এমন সব স্লোগান সংবাদপত্রে ছাপতে পারো । কেউ কেউ বাবার থেকে পরামর্শ নেয় যে, বাবা আমরা এই সমস্ত স্লোগান পয়সা খরচ করে খবরের কাগজে ছাপাবো? বাবা বলেন নিশ্চয়ই ছাপাবে । কারণ মানুষের জানা দরকার যে কি হচ্ছে । বলা হয় যে ক্রাইষ্টের তিন হাজার বর্ষ পূর্বে স্বর্গ ছিলো । এক ধর্ম, এক সম্প্রদায় ছিলো, সবই সূর্য বংশী দেবী দেবতাদের । এই মহাভারতের যুদ্ধের পর স্বর্গের দ্বার (গেট) খুলে ছিল । সংবাদপত্রে এই সমস্ত বি. কের (B. K) নাম দিয়ে ছাপাবে । কিন্তু বি. কে(B. K) তখনই বলা যাবে যখন পবিত্র থাকবে । বাবাকে ডাকা হয়েছে । এখন বাবা এসেছেন, তাই প্রতিজ্ঞা করো । ভক্তি মার্গে কত ধাক্কা খেয়েছো, যজ্ঞ, তপস্যা, দান ইত্যাদি করেছো । প্রথমে তোমরা শিবের ভক্তি করতে, তারপর দেবতাদের, এখন তো ব্যভিচারী হয়ে আছো । এখন বাবা এসে সব দুঃখ থেকে মুক্ত করেছেন । বাবা তোমাদের বাচ্চাদেরকে জ্ঞান প্রদান করে অনেক উচ্চ বানান, মানুষ থেকে দেবতা বানান । সত্যযুগে তোমাদের কাছে সব কিছু সোনার হবে । বাবা তোমাদের শ্রীমত দিয়ে স্বর্গের মালিক বানান । তাহলে তোমরা কেনই বা তাঁর শ্রীমতে চলবে না? বাবা যমরাজের ফাঁসি কাঠ থেকে মুক্ত করেন, গর্ভজেলের সাজা (শাস্তি) থেকে মুক্ত করেন । তোমরা স্বর্গে গর্ভ মহলে থাকো । এখানে গর্ভজেল, কেননা মানুষ পাপ কর্ম করে থাকে । ওখানে পাঁচ বিকার নেই, তাও কিন্তু রাজা, রানী, প্রজার পদের ফারাক হয়, তাই না । পয়সা রোজগারের জন্য মানুষ তো পরিশ্রম করে, তাই না । ওখানে কোনও পরামর্শদাতা (বজীর) নেই, কেননা তোমরা এখানকার প্রালব্ধ ওখানে ভোগ করো । এখন তো বাবা এসে বলছেন বাচ্চারা তোমরা শ্রীমতে চলো । "আমি দূরদেশ থেকে এসেছি -- পতিত শরীরে, পতিত রাজ্যে । এটা হল রাবণের দেশ, বাচ্চারা, তোমাদেরকে বর্সা(অধিকার) দিতে এসেছি ।" এমন বাবার আজ্ঞা পালন না করলে তাকে তো কুপুত্র বলা হবে । বিকারের পিছনে এতো হবার কিছু নেই । বাবা বলেন -- এই বিকার দুঃখদায়ক । পতিতকে পবিত্র বানানো -- আমার কাজ । কত স্নেহের সাথে বোঝাচ্ছেন -- খাও দাও, সুখী থাকো, শুধু এটা মনে রেখো, আমরা বাবার কাছে এসেছি, ওনার দ্বারা আমরা পালিত হচ্ছি ।যদি আত্মিয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের দেওয়া জিনিস পরো তাহলে তাদেরকে মনে পড়বে, তাহলে তোমাদের পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে । এখানে শিববাবার ভান্ডার থেকে, পতিত পাবন বাবার যজ্ঞ থেকে পালন পোষন হয়ে থাকে, কোনো পতিতের গৃহের নয় । আর অন্য কারোর দেওয়া জিনিস হলে তার কথা মনে পড়বে । এর জন্যে গায়ন আছে অন্তিম কালে যে স্ত্রী স্মরণ করে.... কত ভালো স্থিতি হওয়া উচিত । গৃহস্থ সংসারে থেকে বুদ্ধির দ্বারা বোঝা উচিত যে এখানে সব শেষ হয়ে পড়ে আছে। আমাদের তো একমাত্র বাবা আছেন । কখনো কি বাবার নামে মালা স্মরণ করে জপ করা হয় ? আমি, তোমাদের বাচ্চাদেরকে এই কথা স্মরণ করাচ্ছি যে, আমাকে স্মরণ করো, তোমরা অনেক বল পাবে, বিকর্ম বিনাশ হবে, বলবান হবে । দেখো এই লক্ষী নারায়ণ কত বলবান না ! যারা বলবান হবে তারাই রাজত্ব পাবে । বাবা নিজের উদাহরণ দেন। আমি ১২জন গুরু করেছিলাম, একজন গুরু বলেছিলেন যে ভোরে উঠে ১০০০ বার মালা জপ করো । আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে অন্য কোনো সময় বলুন । সারাদিন ধরে রুজি রোজগারের জন্য ব্যস্ত থেকে ক্লান্ত হয়ে যাই। যেমন তোমরা বলো — বাবা ভোরবেলা উঠতে পারি না । বাবা বলেন - এমন বলো না যে

আমরা পবিত্র থাকতে পারি না, বলো স্মরণে থাকতে পারি না । স্মরণ না করলে বিকর্ম বিনাশ কেমন করে হবে । তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে নিশ্চয়ই ।এটা তো অন্তিম জন্ম তাই অবশ্যই পবিত্র হও । বাবার শ্রীমতে না চললে কি পদ পাবে? অর্ধকল্প ধরে আমাকে ডেকেছো । এখন আমি বলছি পবিত্র হয়ে আমাকে স্মরণ করো । অন্যদেরও পথ দেখাও, বার্তা (message) দিতে থাকো । বাবা বলেন "মন্মনাভব"। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে । তোমাদেরকে বার্তাবাহক (ম্যাসেঞ্জার) বা পয়গম্বর বলা হয় । তোমরা, ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউ মেসেঞ্জার হতে পারবে না । পতিত পাবন শিববাবা আসেন । কার মধ্যে প্রবেশ করবেন তাও লেখা আছে । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হয়, এটা তো কেউ বুঝতে পারে না । সূক্ষবতনে প্রজাপিতা ব্রহ্মা কি থাকতে পারেন ? এখানেই পতিত থেকে পবিত্র হয় । সাইলেন্সের শক্তিতে স্থাপনা হয়, সায়েন্সর শক্তি দিয়ে বিনাশ হয় । সবাই জিজ্ঞাসা করে যে শান্তি কেমন করে পাব? আত্মা তো হলই শান্ত স্বরূপ । এখানে আসা হয় অভিনয় করতে, এখানে শান্ত কেমন করে থাকবে । সেই শান্তি কেবল শান্তিধামে প্রাপ্ত হয়, এখানে তো দুঃখই পাওয়া হয় । সত্যযুগে সুখ শান্তি দুটোই থাকে । তোমরা এখন বাবার সামনে এসে সব শুনছো । বাবা বলেন - - পতিতরা আমার সাথে তো কখনো মিলিত হতে পারে না । তা নাহলে যাঁরা তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসেন সেই সব ব্রাহ্মণীদের পাপ হবে ।(ইন্দ্রসভার পরিদের উদাহরণ রয়েছে) বাস্তবে এটাই হল ইন্দ্রসভা । এরা হলেন জ্ঞান পরী, পোখরাজ পরী । তাহলে তো আরো বেশি ধাক্কা লাগবে । বাবা কঠোর ভাবে মানা করেন, কোনো পতিতকে আনবে না । আগে বাবা সবসময় জিজ্ঞেস করতেন যে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করেছো? তারা বলে যে পুরুষার্থ করছি । যখন দৃঢ় নিশ্চয় হবে তখন বাবাকে পাবে । তারপর বাবাকে পেয়ে বিকারী হয়ে গেলে একশো গুণ দন্ড (শাস্তি) পাবে । বাবা বুঝবেন যে এদের ভাগ্যে নেই । বাবা তো ভাগ্য লাভের জন্য প্রয়াসের পথ বলে দেন । তারপরও যদি এই বাবার কথা না শোনা যায়, তাহলে কি গতি হবে! বাচ্চাদের প্রতি বাবার খুব সহানুভূতি আছে, বাবা বলেন - —নিজেকে শোধরাতে থাকো । এমন যেন না হয় যে মৃত্যু এসে গেল । ভয় থাকা দরকার, আমরা বাবাকে স্মরণ করে পাপের বোঝা নামিয়ে দেবো । আচ্ছা —

সকলের সদগতি দাতা একমাত্র শিববাবা, ওঁনার ছবি নেওয়া যায় না, ওঁনাকে দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পাওয়া যায় । জানতেও পারা যায় । আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলথে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) এমন অবস্থা তৈরি করতে হবে যাতে অন্তিম কালে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে পারি । অন্য কেউ স্মরণে না আসে, বুদ্ধিতে এটা যেন থাকে যে এ সবই বিনাশ হয়ে যাবে ।

২) নিজেকে নিজেই সংশোধন করতে হবে, এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হতেই হবে । ভয় থাকা দরকার যে আমাদের দ্বারা যেন কোনো পাপ কর্ম না হয় ।

বরদান :- প্রথম শ্রীমতে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে ভীত (foundation) মজবুতকারী সহজযোগী ভব(হও) ।

বাপদাদার এক নম্বর শ্রীমত হল যে নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো । যদি নিজেকে আত্মা ছাড়া সাধারণ শরীরধারী ভাবো তাহলে স্মরণে লেগে থাকতে পারবে না । এছাড়া যখন কোনো দুটো জিনিসকে জোড়া হয় তাহলে আগে সেটাকে সমান ভাবে ভাগ করা হয়, তেমনই নিজেকে যদি আত্মা মনে করে স্মরণ করো, তাহলে স্মরণ সহজ হয়ে যায় । এই শ্রীমতটিই হল প্রধান ভীত (foundation)। এই কথাটির উপরেই বার বার মনোযোগ দিলে সহজযোগী হয়ে যাবে ।

স্লোগান :- কর্ম হল আত্মাকে দর্শন করানোর দর্পন, তাই কর্মের দ্বারা শক্তির স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করো।